রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৮, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪১—৩৫২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯১—৭১৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৪৯—৯৭৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ০৯ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.১৮.০২১.০৮-১২৭—সরকারি গাড়িচালক এবং কারিগরি কর্মচারীদের দাপ্তরিক সাজ-পোশাকের প্রাপ্যতা যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল পরিপত্র/অফিস স্মারকসমূহ বাতিলপূর্বক সাজ-পোশাকের প্রাপ্যতা, রং ও মূল্য সরকার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করেছে :

গাড়িচালক (পুরুষ) :

(ক) **গ্রীষ্মকালীন :**

নং	দাপ্তরিক পোশাকের নাম ও সংখ্যা	মেয়াদ	রং ও মূল্য
১.	হাফ সাফারি ০৩ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	চকলেট, ২৫০০/- টাকা (প্রতি সেট)
২.	ক্যাপ ০২ টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১৫০/- টাকা (প্রতিটি)
৩.	জুতা ০২ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ২০০০/- টাকা (প্রতি জোড়া)

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

নং	দাপ্তরিক পোশাকের নাম ও সংখ্যা	মেয়াদ	রং ও মূল্য
৪.	স্যান্ডেল সু ০২ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৫০০/- টাকা (প্রতি জোড়া)
৫.	মোজা ০৪ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৫০/- টাকা (প্রতি জোড়া)
৬.	ছাতা ০১ টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ৩০০/- টাকা (প্রতিটি)
৭.	নামফলক ০১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১৫০/- টাকা (প্রতিটি)

(খ) **শীতকালীন :**

৮.	ফুল সাফারি ০১ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	চকলেট, ৩০০০/- টাকা (প্রতি সেট)
৯.	ভি-গলা ফুল সোয়েটার ০১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	নেভি ব্লু, ১০০০/-টাকা (প্রতিটি)

গাড়িচালক (মহিলা) :

(ক) **গ্রীষ্মকালীন :**

নং	দাপ্তরিক পোশাকের নাম ও সংখ্যা	মেয়াদ	রং ও মূল্য
১.	হাফ সাফারি/থ্রি পিস ০৩ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	চকলেট, থ্রি পিসের ডিজাইন গার্লস গাইডের ন্যায় হতে হবে, ২৫০০/-টাকা (প্রতি সেট)
২.	চামড়ার জুতা ০২ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	মেরুন/কালো, ১৮০০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৩.	চামড়ার সেন্ডেল ০২ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	মেরুন/কালো, ১৫০০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৪.	মোজা ০৪ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৫০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৫.	লেডিস ছাতা ০১ টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	রঙ্গিন, ৩০০/-টাকা (প্রতিটি)
৬.	নামফলক ০১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১৫০/-টাকা (প্রতিটি)

(খ) **শীতকালীন :**

৭.	থ্রি পিস ফুল হাতা/ফুল সাফারি ০১ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	চকলেট, থ্রি পিসের ডিজাইন গার্লস গাইডের ন্যায় হতে হবে, ৩০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৮.	কার্ডিয়ান ০১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	নেভি ব্লু, ১০০০/-টাকা (প্রতিটি)

কারিগরি কর্মচারী :

(ক) **কারিগরি কর্মচারী (পুরুষ) :**

নং	দাপ্তরিক পোশাকের নাম ও সংখ্যা	মেয়াদ	রং ও মূল্য
১.	এপ্রোন ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	গ্রে কালার, ৩৫০০/-টাকা (প্রতি সেট)
২.	ডাংরি ০৩ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ২০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৩.	ফুল প্যান্ট/ফুল শার্ট ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	প্যান্ট কালো/শার্ট আকাশী, ২০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৪.	চামড়ার জুতা ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, অক্সফোর্ড সু ২০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৫.	মোজা ০৪ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৫০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৬.	ছাতা ০১ টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ৩০০/-টাকা (প্রতিটি)
৭.	ভি-গলা সোয়েটার ০১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	নেভি ব্লু, ১০০০/-টাকা (প্রতিটি)
৮.	নামফলক	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১৫০/-টাকা (প্রতিটি)
৯.	হেলমেট ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	২৫০০/-টাকা (প্রতিটি)
১০.	সেফটি গ্লাস (চশমা) ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১০০০/-টাকা (প্রতিটি)
১১.	হ্যান্ড গ্লাভস	প্রতি ০২ বছরের জন্য	৪০০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
১২.	মাস্ক ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	২০০/-টাকা (প্রতিটি)

(খ) **কারিগরি কর্মচারী (মহিলা) :**

নং	দাপ্তরিক পোশাকের নাম ও সংখ্যা	মেয়াদ	রং ও মূল্য
১.	এপ্রোন ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	গ্রে কালার, ৩০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
২.	ডাংরি ০৩ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	গাঢ় নীল, ২০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৩.	থ্রি পিস ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	অফিস প্রধানের পছন্দ অনুযায়ী, থ্রি পিসের ডিজাইন গার্লস গাইডের ন্যায় হতে হবে, ২০০০/-টাকা (প্রতি সেট)
৪.	কার্ডিগান ফুল হাতা	প্রতি ০২ বছরের জন্য	নেভি ব্লু, ১০০০/-টাকা (প্রতিটি)
৫.	চামড়ার জুতা ০২ সেট/সেন্ডেল ০২ সেট	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৮০০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৬.	মোজা ০৪ জোড়া	প্রতি ০২ বছরের জন্য	কালো, ১৫০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
৭.	ছাতা ০১ টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	রঙ্গিন, ৩০০/-টাকা (প্রতিটি)
৮.	নামফলক	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১৫০/-টাকা (প্রতিটি)
৯.	হেলমেট ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	২৫০০/-টাকা (প্রতিটি)
১০.	সেফটি গ্লাস (চশমা) ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	১০০০/-টাকা (প্রতিটি)
১১.	হ্যান্ড গ্ল্যাভস	প্রতি ০২ বছরের জন্য	৪০০/-টাকা (প্রতি জোড়া)
১২.	মাস্ক ১টি	প্রতি ০২ বছরের জন্য	২০০/-টাকা (প্রতিটি)

২। সাজ-পোশাক খাতের বরাদ্দ এবং একান্ত প্রয়োজন হলে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক সম্পদসীমার (Resource Ceiling) মধ্যেই এ বাবদ ব্যয় সংকুলান করতে হবে।

৩। সাজ-পোশাকের ক্ষেত্রে দেশীয় টেক্সটাইল এবং দেশীয় দ্রব্য সামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। অফিস সময়ে গাড়িচালক ও কারিগরি কর্মচারীদের প্রদত্ত সাজ-পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনক্রমেই সাজ-পোশাকের অর্থ নগদায়ন করা যাবে না।

৫। সাজ-পোশাক ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-১/৩এ-১/৭৯-২০১—The Gandhi Ashram (Board of Trustees) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LI of 1975) এর Section 4(1) এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তাগণকে উক্ত অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত গান্ধী আশ্রম (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) এর চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ করা হলো :

চেয়ারম্যান

১) বিচারপতি সৌমেন্দ্র সরকার

ট্রাস্টিবৃন্দ

২) জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী (পদাধিকারবলে)

৩) কান্ট্রি হেড, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ঢাকা (পদাধিকারবলে)

৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী (পদাধিকারবলে)

৫) অ্যাডভোকেট মোঃ মিছবাহ উদ্দিন সিরাজ

৬) জনাব অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান

ট্রাস্টি-সচিব

৭) জনাব কৃষ্ণ দাস গুপ্ত (মনু গুপ্ত)

২। এই আদেশ ২৮-০৫-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ গোলাম মাহবুব
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৬ জুন ২০২১

নং **১২.০০.০০০০.০৫৩.১৫.০০১.১৭.৩১৭**—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৮-২০২০ তারিখের ০৫.০১.০০০০.১৫৭.২৮.০১৪.১২ (২য় খণ্ড)-১০৬ সংখ্যক স্মারক, অর্থ বিভাগের

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ০১-০২-২০২১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.১৪.৩৩ সংখ্যক স্মারক ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত ০৯-০২-২০২১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০০৪.১৫.১৭ সংখ্যক স্মারক এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখার ১১-০৫-২০২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০০৮.২১.৫৪ সংখ্যক স্মারকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির (০৯-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার) অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে আউটসোর্সিং হিসেবে সৃষ্ট 'অফিস সহায়ক' এর ৩২ (বত্রিশ) টি পদ আউটসোর্সিং এর পরিবর্তে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের প্রশাসনিক মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রঃ নং	পদের নাম ও সংখ্যা	অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড (জাঃবেঃস্কেল, ২০১৫)	শর্ত/ভিত্তি
১	২	৩	৪
০১.	অফিস সহায়ক ৩২ (বত্রিশ) টি	টাঃ ৮২৫০—২০০১০ (গ্রেড-২০)	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

শর্তাবলি :

(ক) পদগুলোর বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে;

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা হতে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হবে; এবং

(ঙ) 'অফিস সহায়ক' পদ যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

০২। পদটির যাবতীয় ব্যয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাত হতে বহন করা হবে।

মাকছুমা আকতার
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/২৭ মে ২০২১

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৪৭.০০১.১৮.৫২**—সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮'-এর আলোকে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলাধীন 'বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ' ২২ মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খালেদা আখতার
উপসচিব (বেসরকারি কলেজ-৬)।

(সরকারি মাধ্যমিক-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০১৩.৯৯(অংশ).২১৫**—The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 এর Sectio 4 এর clause (x-xi) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে নিম্নোক্ত ০২ (দুই) জন শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিকে এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর বোর্ড কমিটি'র সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করেছেন :

১. প্রফেসর তাসলিমা বেগম
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি-৯১, রোড-১৭, সেক্টর-১৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

২. প্রফেসর মোঃ আব্দুস সালাম হাওলাদার
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টঙ্গী সরকারি কলেজ, টঙ্গী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : ২১৯/৫/(বি), দক্ষিণ পিরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০১৩.৯৯(অংশ).২১৬**—The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 এর Sectio 4 এর clause (x-xi) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত শিক্ষক/কর্মকর্তাগণ-কে এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর বোর্ড কমিটি'র সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করেছেন :

১. অধ্যক্ষ, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ।

২. প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।

৩. প্রধান শিক্ষক, মতিঝিল গভঃ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৪. অধ্যক্ষ, সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

৫. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৩০ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০২০.৯৮.২১৭**—The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 এর Section 4 এর clause (x-xi) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে নিম্নোক্ত ০২ (দুই) জন শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিকে এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা-এর 'বোর্ড কমিটি'র সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করেছেন :

১. প্রফেসর ইন্দুভূষণ ভৌমিক
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা : ৪২৭, কামিনী চন্দ্র সরণী, কালীতলা, ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর : শিমরাইল, উপজেলা : কসবা, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২. প্রফেসর ড. আবুল কালাম মো. আছাদুজ্জামান
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।
বর্তমান ঠিকানা : 'নিশুতি' প্রফেসরস হাউজ, ছোটরা (জেলখানার উত্তর-পশ্চিম কর্ণার), কুমিল্লা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : শাহজাদপুর, ডাকঘর : দেওড়া (পশ্চিম পাড়া), উপজেলা : সরাইল, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪২৮/১৭ এপ্রিল ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০০১.২০.১৩৫/১৫১**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব রাম চন্দ্র দাস, প্রক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর স্থলে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মো: হান্নান মিয়া-কে হিল এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হইল।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০১ জুন ২০২১

নং **৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০০১.২০.১৫৬**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন এর পরিবর্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সিনিয়র সচিব জনাব কে এম আলী আজম-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হইল।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীমা নাসরীন
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০১ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং-**ধবিম/হ:শা:/৪-৪৮/২০১৩-১১৩**—যেহেতু, আপনি জনাব মো: ফরহাদ হোসাইন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ স্বত্বাধিকারী হিসেবে এস. এম. ফরহাদ এয়ার ট্রাভেলস (হজ লা: নং-১১৩৩), ৫৭/১১, তেজতুরি বাজার চক লেন (পূর্ব রাজাবাজার) পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫ এর মালিক/ মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

০২। যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু জনাব মোঃ আফসার আলী, চেয়ারম্যান, ফ্যালকন হোমস লি., মহাখালী, ঢাকা নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন :

"চুক্তি মোতাবেক হজে সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করা, অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান না করা এবং হাজীদের সাথে প্রতারণার কারণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে" এবং

০৪। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা/৪-৪৮/২০১৩-৪০৯ নং স্মারকের মাধ্যমে হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এ প্রেরণ করা হয়েছিল; এবং

০৫। যেহেতু পরবর্তীতে হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য সর্তকরণসহ অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে; এবং

০৬। সেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক আপনার পরিচালিত এস. এম. ফরহাদ এয়ার ট্রাভেলস (হজ লা: নং-১১৩৩)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণসহ উত্থাপিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৯.০২.০১৪.২০২১-১৮০**—বাংলাদেশ সরকার ও ২য় ভারতীয় নমনীয় ঋণ সহায়তায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ঘরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির রাইট অব ওয়েতে ক্ষতিগ্রস্ত Common/ Community/Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি স্থাপনাসমূহের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অনুমোদিত রিসেটেলমেন্ট প্লান (RP) বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ০৩ (তিন)টি কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হল :

(১) **Property Assessment and Valuation Committee (PAVC) :**

আহবায়ক

(ক) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ) (প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ঘরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্প কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য

(খ) জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর মনোনীত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(গ) সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা (NGO) এর এরিয়া ম্যানেজার/এল এ ম্যানেজার

কার্যপরিধি :

(ক) ভূমি অধিগ্রহণের ফলে বেসরকারি সংস্থা (NGO) কর্তৃক সরেজমিনে জরীপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত Common/Community/Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত Common/Community /Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বয়করণ, যৌথ জরিপ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ;

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব ভূমি (রাইট অব ওয়েতে) এবং সড়ক সম্প্রসারনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত Common/Community/Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদ সনাক্তকরণ এবং ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরম স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও সনাক্ত স্বাক্ষরকরণ;

(গ) অনুমোদিত রিসেটেলমেন্ট প্লান এর ক্ষতিপূরণ নীতিমালা (Entitlement Matrix) এর আলোকে অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত Common/ Community /Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিপূরণ এর মূল্য নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(ঘ) প্রকল্পের সময়সীমা অনুসরণে উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র/প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ; এবং

(ঙ) উক্ত কমিটির কোনোরূপ কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে বিদ্যমান সদস্যদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নতুন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ (Co-Opt) ।

(২) **Grievance Redress Committee (GRC) :**

(২.১) Community Level GRC :

আহবায়ক

(ক) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ, সওজ) (প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ঘরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্প কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য

(খ) জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর মনোনীত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(গ) সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা (NGO) এর এরিয়া ম্যানেজার/এল এ ম্যানেজার

সদস্যবৃন্দ

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে ইউনিয়ন/পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত নালিশ লিপিবদ্ধ করবেন) অথবা তৎনিযুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য/পৌরসভার কাউন্সিলর

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি (যদি মহিলা নালিশকারী হয়, সেক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধি)

কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত রিসেটেলমেন্ট প্লান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত Common/ Community/ Heritage Property, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের নালিশ এবং শুনানী গ্রহণ।

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ যদি ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ এর সালিশ (Arbitration) পদ্ধতি অথবা প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় সংক্রান্ত হয়, তবে এ কমিটি উক্ত নালিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দেবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদিত রিসেটেলমেন্ট প্লান এর নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিটি সুপারিশমালা তৈরি করবে।

(গ) কমিটি অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ- নদীবন্দর- সরাইল- ধরখার- স্থলবন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের নিকট সুপারিশমালা পেশ করবে।

(২.২) **Project Level GRC**

আহবায়ক

(ক) প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-স্থলবন্দর মহাসড়কে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প

সদস্য

(খ) প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-স্থলবন্দর মহাসড়কে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প

সদস্য-সচিব

(গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ, সওজ), আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-স্থলবন্দর মহাসড়কে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কার্যপরিধি :

(ক) Community Level GRC এর সুপারিশের উপর অসন্তুষ্ট সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিগণের আবেদন বা নালিশ পুনঃ বিবেচনার জন্য গ্রহণ এবং শুনানীকরণ।

(খ) Community Level GRC এর সুপারিশসমূহ এবং পুনঃ আবেদন যাচাই ও পর্যালোচনান্তে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিকট পেশকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুলতানা ইয়াসমীন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা-২

আদেশ

তারিখ : ০৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ, ২০২১ খ্রি.

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০১০.২০২০-২৮**—যেহেতু, জসিম উদ্দিন মজুমদার (পিএন-৫৯৬৯), সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নোয়াখালী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত গত ০৩-০৪-২০২০ হতে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ/আনুষ্ঠানিক ভ্রমণসূচি অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ৩০-১২-২০১৯ তারিখে অফিস আদেশ জারি করেন। এছাড়াও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে সরকারি ছুটির দিনে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কয়েক দফায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩-০৩-২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৫২২.১৬.০১১.২০.৫৪ সংখ্যক স্মারকমূলে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যে কেনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সকল দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিত নিশ্চিত করণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎসত্ত্বেও উক্ত নির্দেশ অমান্য করে নিজ ইচ্ছামত ০৩-০৪-২০২০ হতে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে সরকারের আদেশ, পরিপত্র, নির্দেশাবলি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসগঙ্গত আদেশ অমান্য ও কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন;

যেহেতু, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য এবং অবজ্ঞার বিষয়টি অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড সুশৃঙ্খল ও চেইন অব কমান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকটকালীন সময়ে নিয়ন্ত্রকারী কর্মকর্তাকে অবহিত না করে নিজ ইচ্ছামত কর্মস্থল ত্যাগ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সঙ্গত আদেশ ও সরকারি আদেশ লঙ্ঘন করেন। যা একটি ইউনিফর্মধার, সুশৃঙ্খল, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নিকট মোটেও কাম্য নয়;

যেহেতু, উপরে বর্ণিত আচরণ ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৩(খ) বিধিমতে “অসদাচরণ” এর শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন মজুমদার (পিএর-৫৯৬৯), সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নোয়াখালী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে “অসদাচরণ” এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪ এর (২) (১) (ক) এর বিধি মোতাবেক ‘তিরস্কার’ দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩১ মে ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০২.১৮-৫৫**—জনাব মোঃ মোকতার হোসেন (বিপি নং-৭০০৩১১২৯২৩), সাবেক পুলিশ সুপার, ভোলা (বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল) হিসেবে ভোলায় কর্মকালে তার অধিনস্থ নারী পুলিশ কনস্টেবলদের অনৈতিক প্রস্তাব প্রদান এবং তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায় সাপ্তাহিক তদন্ত চিত্র পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মোঃ জিয়াউর রহমানকে মাদক/অবৈধ অস্ত্র দিয়ে মামলার হুমকি প্রদান করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ০৮-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭. ০০২. ১৮-০১ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শনোর জবাব প্রদান করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব প্রলয় চিসিম (বিপি-৬৯৯৮১১৮৪৪৫), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল-কে গত ০৫-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত শেষে গত ২৯-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন।

০৩। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোকতার হোসেন, সাবেক পুলিশ সুপার, ভোলা (বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগসমূহের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩১ মে ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৬.২০২০-১১৮**—যেহেতু, জনাব আহম্মদ আলী (বিপি-৮৫১২১৪৭৬৯৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কলাপাড়া সার্কেল, পটুয়াখালী হিসেবে কর্মকালে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করার জন্য গত ১১-০৪-২০২০ তারিখ বিকালে মোটরসাইকেল মহড়া দেয়ার বিষয়ে রোলকল করার জন্য তিনি কলাপাড়া থানায় উপস্থিত হন। তখন এসআই সৈয়দ মোজাম্মেল হক ও এএসআই কামরুল হাসান বিলম্বে রোলকলে উপস্থিত হলে তিনি বিলম্বের কারণ জানতে চান। তারা আসরের নামাজে অংশগ্রহণের কারণে বিলম্ব হয়েছে মর্মে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে "তিনি বড় না নামাজ বড়" বলে ঐদ্বত্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। এছাড়া গত ১৫-০৫-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কলাপাড়া মহিলা কলেজে গমন করেন এবং কনস্টেবল মোঃ নকিবকে দুটি ডাব হাতে কলেজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখেন। তিনি কনস্টেবল মোঃ নকিবকে ডাবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, ইফতারের জন্য ডাব ক্রয় করতে গিছেন। উক্ত সময় তিনি রাগান্বিত হয়ে কনস্টেবল নকিবকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ০৯-১১-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০২৬.২০২০-২২২ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২১-১২-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শনোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, গত ২০-০৫-২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, তিনি বলেছিলেন ভবিষ্যতে ডিউটিকালে নামাজের সময় হলে অনুমতি নিয়ে নামাজে যাবেন অথবা ডিউটির সময় হওয়ার পূর্বেই নামাজ শেষ করবেন। করোনাকালে বাহিরে যাওয়ার বিষয়ে সরকারিভাবে বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কোনরূপ স্বাস্থ্যবিধি না মেনে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কনস্টেবল নকিব বাহিরে যায় যা শৃংখলা পরিপন্থী হওয়ায় তাকে বৎসনা প্রদান করেন। তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন মর্মে জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ১১-০৪-২০২০ তারিখ বিকালে মোটরসাইকেল মহড়া দেয়ার বিষয়ে রোলকল করার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা কলাপাড়া থানায় উপস্থিত হন। তখন এসআই সৈয়দ মোজাম্মেল হক ও এএসআই কামরুল হাসান বিলম্বে রোলকলে উপস্থিত হলে তিনি বিলম্বের কারণ জানতে চান। তারা আসরের নামাজে অংশগ্রহণের কারণে বিলম্ব হয়েছে মর্মে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে "তিনি বড় না নামাজ বড়" বলে ঐদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। এছাড়া গত ১৫-০৫-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কলাপাড়া মহিলা কলেজে গমন করেন এবং কনস্টেবল মোঃ নকিবকে দুটি ডাব হাতে কলেজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখেন। তিনি কনস্টেবল মোঃ নকিবকে ডাবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, ইফতারের জন্য ডাব ক্রয় করতে গিয়েছেন। উক্ত সময় তিনি রাগান্বিত হয়ে কনস্টেবল নকিবকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন এবং ৭০-৮০ বার নীআপ শাস্তি দেন। উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব আহম্মদ আলী (বিপি-৮৫১২১৪৭৬৯৭), কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৫.২০২০-১২০**—যেহেতু, জনাব সুদর্শন কুমার রায় (বিপি-৮৩১০১২৬৭৮১), অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ইতোপূর্বে মাগুরা সদর সার্কেলে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মাগুরা সদর থানার মামলা নং-৫৪ তারিখ-১৯-০৬-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-৩২৩/৩২৬/৩০৭ /১১৪ (পরে সংযোজিত ৩০২) দঃ বিঃ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ) মোঃ আরিফুর রহমান ঘটনার বিষয়ে সঠিক তথ্য উদঘাটন না করে ভিকটিম সাদ্দাম গণপিটুনিতে মারা গিয়েছে এবং জখমের পরে ভিকটিম ঢাকার দিকে চলিয়া গিয়েছে উল্লেখ করে মামলাটির তদন্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের পূর্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর মতামত গ্রহণের নিমিত্ত স্বাক্ষ্যের স্বারকলিপি দাখিল করেন। তিনি মামলার তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে নিবিড় তদারকী এবং ডকেট সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করে এম/ই অগ্রগামী করায় মামলার ভিকটিম হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন তথা চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য নং-৩৫, তারিখ ১১-০৫-১৬ খ্রিঃ ধারা-৩০২/৩৪ দঃ বিঃ দাখিল করার সুযোগ পেয়েছেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা থাকায় তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৮-০১-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৫.২০২০-০১ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৮-০২-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, গত ২০-০৫-২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, মাগুরা জেলায় ২০১৫ সালে গোলাম মাওলা সাদ্দাম তার ০৬ জন সহযোগিদের নিয়ে শহর থেকে অনুমান ১০ কিলোমিটার দূরের একটি মুড়ির মিলে গিয়ে মিল মালিকের কাছে দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তারা নীলকান্তকে মারপিট করে জখম করে। নীলকান্ত চিৎকার করলে সে সময় মিলের কর্মচারী ও আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে এবং সাদ্দামকে উত্তেজিত জনতার মধ্যে কে বা কারা আঘাত করলে সে আহত হয় এবং ১৭-০৬-১৫ ইং তারিখ ঘটনার পরই সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে চাঁদাবাজ সাদ্দামের বাবা মারপিটে আহত করার তথ্য দিয়ে মিল মালিকপক্ষের ০৪ ভাইকে আসামী করে ১৯-০৬-২০১৫ ইং তারিখে অর্থাৎ ঘটনার দুই দিন পর মাগুরা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় তদন্তকালে চাঁদাবাজদের পক্ষে কেউ সাক্ষী দিতে অর্থাৎ চাঁদাবাজদের পক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষদর্শী কোন সাক্ষী এই মামলার ভিকটিম সাদ্দামকে কে বা কারা আহত করেছিল তাদের নাম বলেননি বিধায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এম/ই দাখিল করলে তিনি মতামতের সাথে একমত পোষণ করে ডকেট সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য দাখিলের জন্য এম/ই অগ্রগামী করেন। ভবিষ্যতে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করা হবে এটাই ছিল এফআরটি দাখিলের মূল উদ্দেশ্য। তিনি মামলার তদন্ত তদারকির কোন গাফিলতি ও অবহেলা করেননি মর্মে জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত এম/ই তে মতামত প্রদানের পূর্বে তদন্তের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ আরো নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই করার প্রয়োজন থাকলেও তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তা করেননি। মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য নম্বর-৫৫ ধারা ৩০২/৩৪ দণ্ডবিধির সাথে একমত পোষণপূর্বক তা অগ্রায়ন করেন। অথচ পরবর্তী তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে মামলার চার্জশীট দাখিল করেন। যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধ করেছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাদের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব সুদর্শন কুমার রায় (বিপি-৮৩১০১২৬৭৮১), কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৪০৯**—যেহেতু, জনাব এস এম ফজলুল হক, বিপি-৭৮০৮১২১৫৯৪), (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-৫, রাজশাহীকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব এস এম ফজলুল হক, বিপি-৭৮০৮১২১৫৯৪ (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-৫ রাজশাহীকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক অদ্য ২৫-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবে।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৪১০**—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল হাসান (বিপি-৯১১৬১৭৮৩০৯), সহকারী পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মহানগর পুলিশ, রাজশাহীকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল হাসান (বিপি-৯১১৬১৭৮৩০৯) সহকারী পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মহানগর পুলিশ রাজশাহীকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক অদ্য ২৫-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবে।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩১২**—হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার মামলা নং-৪৪, তারিখ ঃ ৩১-১০-২০১৬ খ্রি:-এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগ দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো ।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩১৩**—হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থাবার মামলা নং-০৬, তারিখ ঃ ০৫-১১-২০১৬ খ্রি:-এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩১৪**—ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) থানার মামলা নং-২১, তারিখ ঃ ২০-০৭-২০২০ খ্রি: মামলাটি তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ চৈত্র, ১৪২৭ বঃ/১৩ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৯.২০২০-২৫৫**—আবু তৈয়ব মোঃ শামসুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : লালমনিরহাট এর যথাযথ তদারকির অভাবে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন লালমনিরহাট-বুড়িমারী সড়কের তুষভান্ডার ইউপি-দলগ্রাম ইউপি সড়ক (চেইঃ ০-২৬৫০মিঃ) মেরামত কাজে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করায় ঢালাইয়ের পরপর কার্পেটিং উঠে যাওয়ার অভিযোগ; এবং বিষয়টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নসহ ঠিকাদারের সাথে পরস্পর যোগসাজসে ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার বিল পরিশোধের জন্য সুপারিশ করা; এবং নিম্নমানের কাজ বাস্তবায়ন করার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়সহ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধে ০০৯/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

আবু তৈয়ব মোঃ শামসুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও সংযুক্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

বর্ণিতাবস্থায়, আবু তৈয়ব মোঃ শামসুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এর অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর অভাব বিবেচনায় ভবিষ্যতে আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হলো। একই সাথে তাকে কালীগঞ্জ উপজেলা হতে বদলির নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০৩৫.২০১৭-২৫৮**—মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, উপজেলা তেরখাদা, জেলা-খুলনা, সাবেক কর্মস্থল : উপজেলা-নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় কর্মরত থাকাবস্থায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার দায়ে ০৩৫/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগের জবাব দাখিল না করায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। একইসাথে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয়

মামলায় গঠিত তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, সংযুক্ত কাগজপত্র ও তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ এর উপ-বিধি (২)(ক) বিধি অনুযায়ী মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, উপজেলা-লংগদু, জেলা-রাঙ্গামাটি সাবেক কর্মস্থল: উপজেলা-নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা-কে "তিরস্কার দণ্ড" এবং ৪ এর উপ-বিধি (২)(খ) বিধি অনুযায়ী "০৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হলো। একইসাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০০৭.২০.৩৮৯**—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী পৌরসভার মেয়র জনাব মো: মনিরুল ইসলাম (বাবু) এর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সরকার উক্ত পৌরসভার মেয়র এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

তারিখ : ০৫ মে ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০১.১৭-৪০০**—ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার ০৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম (শহীদ) এর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সরকার উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪২৮/০৫ জুলাই ২০২১

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.১০৪.১০-১৫৬—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৬-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.১০৬.০৬.১২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৬ নং আইন) এর তফসিলের ১২ তে উল্লিখিত ফার্মেসী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৩ ও ৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪(১) এবং ৭(১) মোতাবেক বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

০১.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	পদাধিকারবলে	সভাপতি
০২.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	পদাধিকারবলে	সদস্য
০৩.	মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	পদাধিকারবলে	সদস্য
০৪.	চেয়ারম্যান, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পদাধিকারবলে	সদস্য
০৫.	জনাব মোঃ রাব্বুর রেজা সিওও, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	সরকার কর্তৃক মনোনীত (রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট)	সদস্য
০৬.	জনাব জিল্লুর রহমান জিএম (প্রডাকশন), ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	সরকার কর্তৃক মনোনীত (রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট)	সদস্য
০৭.	অধ্যাপক ইসমাইল খান ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সরকার কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি)	সদস্য
০৮.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিটো মিঞা অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	সরকার কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপক, মেডিসিন)	সদস্য
০৯.	জনাব এম মোসাদ্দেক হোসেন সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি	বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি কর্তৃক মনোনীত	সদস্য

১০.	জনাব ডাঃ মোঃ তারিক মেহেদী পারভেজ সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ বিএমএ, ১৫/২, তোপখানা রোড, ঢাকা	বিএমএ কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই পরিচালক, কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি, ঢাকা	বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী চেয়ারম্যান, রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ ২২/১, ধানমন্ডি, রোড-২, ঢাকা-১২০৫	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ হাসান কাউসার অধ্যাপক, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ৭৭, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৪.	জনাব খোকন কুমার সাহা এমিক্যাশ রওশন ক্যাসেল, বিল্ডিং-বি, ফ্লাট-১এ ১নং কাঁঠালবাগান, গ্রীনরোড, ঢাকা-১২০৫	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	সদস্য

০২। পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রথম অধিবেশনের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য কাউন্সিলের সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২১ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৪০/২০১২-১০৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ মুহিব্বুল্লাহ, পিতা-মোঃ ছফিউল্লাহ, মাতা-শিউলী আক্তার, সাং-উত্তর মানিকদিয়া, ডাকঘর-উত্তর মানিকদিয়া-১২১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৩নং ওয়ার্ডের (নবগঠিত) জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।